ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪.....

19 2002

সঠিক শিক্ষা পায় না : শিক্ষামন্ত্রী

ভিকারুন নিসা ও আইডিয়ালের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এমপি বলেছেন, এক সময়ে ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। নিবিড় সম্পর্কের কারণেই শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের খোঁজখবর নিতেন এবং শিক্ষার্থীদের ওপর আন্তরিক নজর রাখতেন। বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে সেই পরিবেশ নেই। ফলে শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে সঠিক শিক্ষা পায় না। যার জন্য বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই পরীক্ষায় ফেল করছে এবং নকল করতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকাল রোববার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাব ভিআইপি লাউঞ্জে আয়োজিত ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ এবং আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এ কথা বলেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান সংসদ সদস্য মেজর (অব.) আব্দুল মান্নান, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও ঢাকা জেলার প্রশাসক ব্যারিস্টার মুহম্মদ হায়দার আলী, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ এ কে নেওয়াজ এবং ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মিসেস রোয়েনা হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইডিয়াল ও ভিকারুনিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য খন্দকার মুশতাক আহমেদ। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভিকারুননিসা নূন স্কুলের মাহজাবিন রহমান ও আইডিয়াল স্কুলের তানভীর রায়হান চৌধুরী।

উল্লিখিত দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি ২০০২ পরীক্ষায় জিপিএ- ৫ প্রাপ্ত ৩৬ জন ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের ১৫ জন এবং আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ২১ জন কৃতী ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেন, দেশে সরকারি স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ে বেসরকারি স্কুল এন্ড কলেজের সংখ্যা বেশি। এজন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বেশি রয়েছে। তিনি বলেন, এবারে ১২ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্য মাত্র ৪ লাখ শিক্ষার্থী পাস করেছে। বাকি ৮ লাখ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ফেল করেছে। ক্লাসে ভালো শিক্ষা হয়নি বলেই শিক্ষার্থীদের ফেলের সংখ্যা বেশি। সবাই নকলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তিনি বলেন, পুলিশ দিয়ে সাময়িকভাবে নকলমুক্ত করা যায়। সম্পূর্ণভাবে নকলমুক্ত করতে হলে শিক্ষক, অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার মান বৃদ্ধি সংস্কার ও শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার মধ্যে দিয়েই শিক্ষার এবং শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হবে। সেক্ষেত্রে মেধার লালন ও বিকাশ ঘটাতে হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মেজর (অব.) আব্দুল মান্নান এমপি বলেন, ১২ লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৪ লাখ শিক্ষার্থী পাস করেছে। আর ৮ লাখ ফেল করেছে। এটা জাতির জন্য সবচেয়ে বড়ো পরাজয়। তিনি বলেন, ফেল করা শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে। অনেক দেশ ও জাতি রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীদের ফেল করার কোনো নজির নেই। তিনি শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা শেষে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একজন ভালো শিক্ষকই পারেন একজন ভালো ছাত্র গড়ে তুলতে। তিনি বলেন, আজ প্রাইমারি স্কুলে ভালো শিক্ষকরা আসতে চান না। এটা জাতির জন্য খুবই বিপর্যয় বলে তিনি মনে করেন।

ব্যারিস্টার মুহম্মদ হায়দার আলী বলেন, যারা মেধাবী ছাত্রছাত্রী তারা উচ্চ শিক্ষা শেষে দেশের বাইরে চলে যায়। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের এদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের সায়েন্স এন্ড মডার্ন টেকনোলজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ওপর জোর দেন। বিশেষ করে তিনি শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা লাভে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অধ্যক্ষ মিসেস রোয়েনা হোসেন বলেন, আগামী ২০০৩ সালে এসএসসি পরীক্ষা গ্রেডিং পদ্ধতিতে শুরু হবে। তাই গ্রেডিং পদ্ধতি যুগোপযোগী করার জন্য তিনি শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।